গ্রহণ

আউগুস্তো মোন্তের্‌রোসো

মুল রচনা।। আউগুস্তো মোন্তের্‌রোসো অনুবাদ।। ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

(আউগুস্তো মোন্তের্‌রোসো) গুয়াতেমালার বিশিষ্ট কথা শিল্পী। ১৯২১-এ তাঁর জন্ম। ১৯৪৪ থেকে তিনি মেক্সিকো-র বাসিন্দা। The Black Sheep নামে তাঁর একটি ছোটগল্প ও লোককথার বই প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। অনুদিত গল্পটি এক লোককথা।)

ধর্মপ্রচারক বারতোলোমে আরাজোলা একেবারে ভেঙে পড়ল। সে বুঝে গেছল, আর বাঁচার আশা নেই, গুয়াতেমালার জঙ্গলের ফাঁদে বন্দী সে। শক্তিশালী ফাঁদটা তাকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। ফলে অনিবার্য আত্মসমর্পণ যাকে বলে। জঙ্গলটার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে কোন ধারণাই তার নেই। নিঃশব্দে সে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকে। সেও চাইছিল অসহায় ও একা অবস্থায় ওখানেই তার মরণ হোক। মরণ-মূহূর্তেও তার চেতনায় জেগে থাকবে সুদূর স্পেনের স্মৃতি। মনে পড়বে লেলাস্ আব্রোহোস্ কন্‌ভেন্ট-এর কথা, যেখানে পঞ্চম চার্লস তার ক্রমবর্ধমান গুত্বকে খাটো করতে গিয়ে মানুষের পাপমোচনের ধর্মীয় কাজে লাগালেন তাকে। বললেন, তিনি নাকি বারতোলোমে-র মধ্যে এমন কাজে খুব উৎসাহ নজর করেছেন।

সংবিৎ ফিরতে বারতোলোমে দেখল, একদল জংলি মানুষ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ওদের কেমন নিস্পৃহ, উদাসী ভাব। আসলে ওরা প্রস্তুত হচ্ছিল একটা বেদির সামনে তাকে বলি দিতে। সেই বেদিতেই শেষ অব্দি তবে বারতোলোমে-র আতঙ্ক মুক্তি ঘটবে। নিয়তির পীড়ন থেকে বাঁচবে সে। বাঁচবে ব্যক্তিগত সব যন্ত্রণা থেকে। তিন বছর এ-অঞ্চলে ঘোরাফেরার ফলে এখানকার স্থানীয় ভাষাটা সে ভালোই রপ্ত করে ফেলেছিল। তারই জোরে সে বাঁচার চেষ্টায় কিছু কথা বলে। কথাগুলো বুঝতে পারে ওরা।

এমন সময় বারতোলেমের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আসলে সে প্রতিভাবান পুষ। বি-সংস্কৃতির হাল-চাল জানে-টানে। অ্যারিস্টটল্ সম্পর্কেও তার অসামান্য জ্ঞান। তার মনে পড়ে গেল , আজই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের কথা। বাঁচার আন্তরিক তাগিদে এই জ্ঞানটাই ব্যবহার করে সে ঠকাতে চাইল তার নিপীড়ক প্রতিপক্ষকে। তাদের বলল,

--'যদি আমাকে মেরে ফ্যালো, আমি গোটা সূর্যটাকে অন্ধকারে ঢেকে দেবো''। ছায়া খুঁজে পায়। লক্ষ করল, নিজের মধ্যে ছোট একটা আলোচনাসভা বসিয়েছে ওরা। বেশ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে কথা বলছে সব। কথাবার্তায় একটু ঘৃণা-বিদ্বেষও ফুটেছে।

তারপর, দু'ঘন্টা বাদেই বারতোলোমের বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বেরোনোর রক্তে ভিজে গেল নৈবেদ্য সাজানোর পাথরটা। পূর্ণগ্রাসে চলে যাওয়া সূর্যের অস্পষ্ট আলোতেই সেই রক্ত উজ্জ্বল দেখায়। আর ঠিক তখনই এক জংলি মানুষ অনুচ্চ স্বরে, ধীর লয়ে উচ্চারণ করে চলেছিল পরবর্তী সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের অসংখ্য তারিখ, যা বহু শতাব্দী আগে মায়া জনগোষ্ঠীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লিখে গেছেন প্রাচীন পুঁথিতে। তখন কোথায় অ্যারিস্টটল্, কোথায় কে!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com